সমকাল

তারিখ ... 10 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বরিশালে বুধবার একাডেমিক ভবনের সামনে বিক্ষোভরত নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

বরিশালে নার্সিং শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, অধ্যক্ষ অবরুদ্ধ

■ বরিশাল ব্যুরো

একাডেমিক ভবনে মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী ছাত্রীনিবাস বানানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার দাবিতে বরিশাল নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা গতকাল বুধবার দিনভর ক্যাম্পাসে দফায় দফায় বিক্ষোভ এবং কলেজ অধ্যক্ষকে তার কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখেন। বরিশাল মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্রীনিবাস ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করায় নার্সিং কলেজের চারতলা একাডেমিক ভবনটিতে মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের বিকল্প আবাসন ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সকালে নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে– মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একাডেমিক ভবন দখলে নেবে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং শত শত শিক্ষার্থী একাডেমিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। দুপুরে মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর সাহা জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক শেষে নার্সিং কলেজ ক্যাম্পাসে যান। সেখানে তিনি নার্সিং কলেজ শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা মাত্র ৬ মাসের জন্য নার্সিং কলেজের একাডেমিক ভবন ব্যবহার করবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষে এডিএম কাজী হোসনে আরা বেগমও শিক্ষার্থীদের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার আহ্বান জানালে শিক্ষার্থীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কলেজ অধ্যক্ষ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সামনেই নার্সিং শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তারা ১৫০ জনের ধারণক্ষমতার ছাত্রীনিবাসে বসবাস করছেন সাড়ে ৫শ' শিক্ষার্থী। এর আগে নার্সিং হোস্টেলের একটি ভবন মেডিকেলের ইন্টার্নি ছাত্রীদের অস্থায়ীভাবে দেওয়া হলে সেটি অদ্যাবধি ফেরত দেওয়া হয়নি। এমনকি নার্সিং কলেজের জন্য বরাদ্দ দেওয়া গাড়ি ব্যবহার করছেন হাসপাতালের পরিচালক। নার্সিং শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই একাডেমিক ভবনকে আবাসিক ভবনে পরিণত করতে না দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালে অধ্যক্ষ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সেখান থেকে ফিরে আসেন। বিকেলে বরিশাল প্রেস ক্লাবে বরিশাল স্টুডেন্টস নার্সেস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শম্পা বৈদ্য।

নার্সিং কলেজ অধ্যক্ষ আলেয়া পারভিন জানান, তিনি দিনভর তালাবদ্ধ ছিলেন। শিক্ষার্থীরা তাদের ভবন ছাত্রীনিবাসের জন্য না দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছে। তিনিও শিক্ষার্থীদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন।